দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

17

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট এরশাদ একটি জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছুতে বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে।

প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া বৈঠকে আরও যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৃত্তি দ্বিগুণ করা, সেশনজট দূর করার ব্যাপারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ, কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বিবেচনা। বৈঠকে শিক্ষাসংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যেই শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রেও গলদ বড় একটা কম নেই। বলতে গেলে এই খাতে সমস্যা এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে সেগুলো অবিলম্বে দূর করা না হলে আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা বহুলাংশে পিছিয়ে পড়েছি। উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ রীতিমত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বার বার অস্ত্রের ঝনঝনানি, হানাহানি ও রক্তপাত ভয়াবহ সেশনজট সৃষ্টি করেছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অহেতুক দীর্ঘতর হয়েছে।

বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ছাত্র-ছাত্রীদের এই দুর্যোগ মোচনের আহবান জানিয়ে পরীক্ষাগুলো যথাসময়ে গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা নিতে বলেছেন। এই লক্ষ্যে সেশনজট দূর করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি বিরাজ করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটকে সচল করা হয়েছে এবং নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়েছে। পঠন-পাঠন ও অন্যান্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম চলছে। যেভাবেই হোক সকল শিক্ষাঙ্গনে এই অবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সেখানে যাতে আর কখনও সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম সংঘটিত না হয় সবাইকে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

আমাদের আশা, প্রস্তাবিত শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ এসব সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মূল্যবান ভূমিকা রাখবেন। তা ছাড়া প্রস্তাবিত পরিষদ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সকল গলদ ও সমস্যা চিহ্নিত করবেন এবং তা দূর করার ব্যাপারে সরকারকে যথাযোগ্য পরামর্শ দেবেন।

প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দ্বিগুণ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, বর্তমান দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিঃসন্দেহে সময়োচিত এবং সকল মহলে অভিনন্দিত হবে বলে আমরা আশা করছি।